উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ০৮
তারিখ- ১৬/০৮/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই,

নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মালিক ছিলেন হামিদ আলী। আর এস ৩৫৯২/৬৮৯ নং খতিয়ান তার নামে প্রচার আছে। তার মৃত্যুতে একমাত্র ওয়ারীশ পুত্র আহমদ আলী মাস্টার ১৭/০৯/১৯৫৬ তারিখে নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগের ৪ শতক সহ ৩৩ শতক ভুমি মোহাং ওমরা মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। তিনি পরবর্তীতে ০৪-০৪-১৯৭২ ইং তারিখে নালিশী ১৬১ দাগের ২৮ শতক ভুমি বাদীর নিকট দানমুলে হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুতে নালিশী দাগে ৪ শতক ও অনালিশী দাগে ১ শতক মোট ৫ শতক ভুমিতে তার ০৭ পুত্র ও ০৭ কন্যা ওয়ারীশ হয়। প্রত্যেক পুত্র .৫০ শতক এবং প্রত্যেক কন্যা ০.২৫ শতক করে ভুমি প্রাপ্ত হয়। বাদী কতিপয় ওয়ারীশদের নিকট থেকে দুই দলিলে নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগে মোট ২.৫০ শতক ও নিজ অংশে ০.৫০ শতক সহ ০৩ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। সর্বশেষ বি এস রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বিবাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করিয়া তথায় স্থিত বাদীর দোকানগৃহ ভাঙ্গা এবং সেখানে নতুন কাঁচা পাকা গৃহ নির্মান করিবার হুমকি প্রদর্শন করায় অন্যন্যপায় হয়ে বাদীপক্ষ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে ২/৩ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। বিবাদী-প্রতিপক্ষের নিবেদন মতে, নালিশী ১৭৬ ও ১৫৩ দাগের সম্পত্তি আর এস রেকডীয় মালিকদের ওয়ারীশগনের নিকট হতে খরিদ পরম্পরায় আব্দুল হামিদ .৭৬ শতক এবং পাকিজা বেগম .১৯ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে উভয়ে ০.৯৫ শতক ভুমি বিবাদীদের পিতা খায়ের আহমদের নিকট হস্তান্তর করেন। খায়ের আহমদ নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগে মৌরশী ও খরিদ সূত্রে ১.৩৩ শতক ভুমি মালিকা দখলকার থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ১-৩ নং বিবাদী ও ০২ কন্যা কে ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিবাদীগণ পিতার আমল থেকে সেখানে দোকান গৃহ নির্মাণে ভোগদখলে আছেন। অবিরোধীয় ১৬১ দাগের ২৯ শতক ভুমি সরকার অধিগ্রহন করলে বাদী শুক্কুর আহমদ ক্ষতিপূরনের টাকা উত্তোলন করেন। এ অবস্থায় বাদী সম্পূর্ন অন্যায়ভাবে ১৫৩/১৬৩ দাগের ভুমি দাবি করিতেছে। এছাড়া বাদী ১৫৩/১৬৩ দাগের ১ শতক ভুমি অধিগ্রহন হলে সেখান থেকেও ক্ষতিপূরনের টাকা গ্রহন করে। ১ নং বিবাদী সমছুল ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করায় হুমকি প্রদর্শনের বিষয়টি অবাস্তব ও কাল্পনিক। বাদীগণ কিংবা তৎপূর্ববর্তীগণ কখনো নালিশী সম্পত্তি ভোগদখলে ছিলেন না। বিবাদীপক্ষই নালিশী সম্পত্তিতে পিতার আমল হতে ভোগদখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে

দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগে (০২+০২) =০৪ শতক এবং অনালিশী ১৬১ দাগের ০১ শতক সহ ০৫ শতক ভূমির এক সময়কার মালিক ছিলেন হাজী ওমরা মিঞা। তার মৃত্যুতে ০৭ পুত্র ও ০৭ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ইনফরমেশন স্লিপ দৃষ্টে , নালিশী আর এস ১৫৩/১৬৩ দাগ ও তৎসামিল বি এস ৪৪৬, ৪৫৫ দাগের ১ শতক ভূমি অধিগ্রহন হয় এবং বাদী শুক্কুর আহমেদ ক্ষতিপূরনের টাকা গ্রহন করে। বাদীপক্ষ উক্ত অধিগ্রহনের বিষয়টি আরজিতে উল্লেখ করেননি। বাদীপক্ষ দাবি করেন যে, অনালিশী ১৬১ দাগের ০১ শতক ভূমি ওমরা মিয়ার পুত্র সকির আহমদ রওশন আরা ও সুফিয়া বেগম ০৩/০২/৯৯ তারিখে আব্দুল হামিদ বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগের ৪ শতকের মধ্যে অন্যান্য ওয়ারীশগণ হতে দুই দলিলে (০.২৫ + ২.২৫)=২.৫০ শতক এবং নিজ অংশে .৫০ শতক মিলে ৩.০০ শতক ভূমির স্বত্ব দাবি করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ উক্ত নালিশী ১৫৩/১৬৩ দাগে মৌরশী ও খরিদ সূত্রে ১.৩৩ শতক ভূমি দাবি করেছেন। দাখিলীয় দলিলাদি দৃষ্টে উক্তরুপ দাবির সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। নালিশী দাগের ০১ শতক ভূমি অধিগ্রহন ফলে ক্ষতিপূরনের টাকা বাদী উত্তোলন স্বত্বেও বাদীর ৩ শতক দাবি অযৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। এখানে দাবিকৃত ০৩ শতক ভূমিতে বাদীর স্বত্ব প্রশ্নবিদ্ধ বলে আমি মনে করি।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৪/০৩/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
ডসনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম